চুয়াডাঙ্গা নায়েক ও কনস্টেবল দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সের ১৩তম ব্যাচের শুভ উদ্বোধন

বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যের পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত চুয়াডাঙ্গা জেলায় নায়েক ও কনস্টেবলদের ‘দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স’-এর ১৩তম ব্যাচের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। কোর্সের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান।

বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, বিপিএম (বার), পিপিএম সার্বিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ পুলিশের সকল পদমর্যাদার সদস্যদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় সকাল সাড়ে নয়টার সময় ১৩তম ব্যাচের সপ্তাহ ব্যাপি পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এ সময় চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রশিক্ষনার্থীদের উদ্দেশ্য পোষাকের মর্যাদা, সৌজন্যতা ও মার্জিত আচরণ, সহকর্মী ও সেবা প্রত্যাশীদের সাথে পেশাগত আচরণ ও করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সের আরআই আমিনুল ইসলাম, কুষ্টিয়া ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিনিধিসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার প্রশিক্ষণার্থী পুলিশ সদস্যবৃন্দ।

কানাডার পুলিশ কর্মকর্তা হলেন বাংলাদেশের সাবেক ওপেনার

বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ওপেনার মেহেরাব ক্রিকেট ছেড়ে দিয়েছেন অনেক আগেই। তিনি বাংলাদেশ দলের জার্সিতে খেলেছেন তিন সংস্করণেই। তবে তিনি এইবার যোগ দিয়েছেন কানাডার পুলিশ বিভাগে।

বাঁহাতি এই ব্যাটার কানাডার রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ (আরসিএমপি) বাহিনীতে কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিয়েছেন। তিনি নিজেই গণমাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন এই খবর।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০০৬ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে অভিষেক হয় মেহরাবের। অভিষেকের পর ২০০৯ পর্যন্ত ১৮ ওয়ানডে খেলে মাত্র ১৭.২৬ গড়ে তিনি করেন ২৭৬ রান। বেশ ধীরগতিতে ব্যাটিং করতেন তিনি। তার স্ট্রাইকরেট ছিল ৪২.৯৯।

ধীরগতির খেলার কারণে টেস্টে তার সম্ভাবনা দেখা হচ্ছিল। তবে ৭ টেস্ট খেলে ২০.২৫ গড়ে করতে পারেন ২৪২ রান। টেস্ট ও ওয়ানডে মিলিয়ে আছে তার দুইটা ফিফটি। দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচও খেলেছেন মেহরাব। সেখানেও সুবিধা করতে পারেননি।

খেলা ছাড়ার পর ধারাভাষ্যকার হিসাবে কিছুদিন দেখা গিয়েছিল তাকে। তবে তিনি চলে যান কানাডায়। আর সেই দেশেই থেকে যান মূল স্রোতে। তবে এবার দেশটির পুলিশ বিভাগেও দেখা গেল সাবেক এই ক্রিকেটারকে।

সূত্র: ইত্তেফাক

ঝিনাইদহে গৃহকর্মীকে ধর্ষণে অভিযুক্ত গ্রেফতার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বাড়ির গৃহকর্মী ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত মশিয়ার মাতব্বর নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোরে হরিণাকুন্ড উপজেলার কাচারি বিন্নি এলাকার জিন্দার মোড় থেকে মশিয়ারকে গ্রেফতার করা হয়।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর ছেলে বাদী হয়ে কালীগঞ্জ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে ভুক্তভোগী হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

অভিযুক্ত মশিয়ার মাতব্বর কাঁকলাশ গ্রামের সাদেক আলী মাতব্বরের

ছেলে।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুবুরর রহমান জানান, গত ৩ সেপ্টেম্বর উপজেলার কাঁকলাশ গ্রামের মসিয়ার মাতব্বরের বাড়িতে দুপুরে কাজ করতে যায় ওই নারী। এসময় বাড়িতে কেউ না থাকায় তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এরপর বিষয়টি জানাজানি হলে আত্মগোপনে চলে যায় মশিয়ার। পরে অসুস্থ অবস্থায় ভুক্তভোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

গাংনীতে প্রতারণা মামলায় আদম ব্যবসায়ি গ্রেপ্তার

প্রতারণার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় আদম ব্যবসায়ি মাহাতী হাসান ওরফে বাবর ওরফে ডিকো(৩৫) কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহষ্পতিবার দিবাগত রাতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম কুষ্টিয়া থানা পুলিশের সহায়তায় শহরের চৌড়হাস মোড় থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে।

আজ শুক্রবার সকালে মাহাতী হাসান ওরফে বাবর ওরফে ডিকোকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করলে বিজ্ঞ আদালত তাকে জেল হাজতে পাঠান।

মাহাতী হাসান ওরফে বাবর ওরফে ডিকো গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা পশ্চিম পাড়ার নাসির উদ্দীনের ছেলে।
মামলার বাদী গাংনীর বড়বামন্দী গ্রামের শাহিন আলী জানান, মাহাতী হাসান ওরফে বাবর ওরফে ডিকো তার পিতা মিকাইল হোসেনকে সৌদি আরবে একটি কোম্পানীতে ভাল বেতনে চাকরী দেয়ার কথা বলে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা গ্রহণ করেন ও ২০০ টাকা মূল্যের ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিবদ্ধ হন।

এ ছাড়াও বাদীর কাছ থেকে ব্লাংক চেক নেয় আদম ব্যবসায়ি ডিকো। পরে মিকাইল হোসেনকে সৌদি আরবে প্রেরণ করা হলেও চুক্তি অনুযায়ী কাজ দেয়া হয়নি। দীর্ঘদিন মরুভ’মির মধ্যে কাজ করানো হলেও তাকে বেতন

দেয়া হয়নি। পরে একটি শ্যাম্প কারখানাতে কাজ করানো হচ্ছে। এখানে শুধু খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

বিষয়টি মাহাতী হাসান ওরফে বাবর ওরফে ডিকোকে জানানো হলেও তিনি কোন ব্যবস্থা না নিয়ে বরং বাদীকে নানা ভাবে হুমকী ধামকী দেন ও উল্টো দুই লাখ ৮০ হাজার টাকা দাবী করেন। একাধিবার একাধিক জনকে বিষয়টি জানিয়েও কোন ফল না হওয়ায় মোকাম বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মামলা করেন শাহিন আলী। আদালত মামলাটি এফআইআরের আদেশ দেন আদালত।

গাংনী থানাতে মামলাটি রেকর্ড হবার পর এসআই জাহাঙ্গীর ও সঙ্গীয় ফোর্স কুষ্টিয়াতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

আলমডাঙ্গায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান : একজনকে কারাদন্ড

আলমডাঙ্গার গড়চাপড়া গ্রামের শুভ রহমান (২৮) নামের এক গাঁজা ব্যবসায়ীকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে অভিযান চালিয়ে আসামীকে তার বাড়ি থেকে গাঁজাসহ আটক করে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিচারে তাকে সাজা দেয়া হয়।

সাজাপ্রাপ্ত আসামী শুভ রহমান জেহালা ইউনিয়নের গড়চাপড়া পূর্বপাড়ার ইয়াজউদ্দিন কালুর ছেলে।

জানা গেছে,চুয়াডাঙ্গা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান ও উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিনসহ জেহালা ইউনিয়নের গড়চাপড়া গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানেকালে শুভ রহমানকে তার নিজ বাড়ি থেকে ৫০

গ্রাম গাঁজাসহ আটক করা হয়। আটকের পর এক্সিকিউট ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ২শ’ টাকা জরিমানা করেন।

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকা থেকে ইজিবাইক চালকের কঙ্কাল উদ্ধার

কুষ্টিয়া থেকে অপহৃত ইজিবাইকচালক সবুজ মন্ডলের (৩০) কঙ্কাল চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকা ঘোড়ামারা ব্রিজের নিচে থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গা সদরের ঘোড়ামারা ব্রিজ এলাকা থেকে সবুজের বস্তাবন্দি কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। গত ২০ আগস্ট থেকে নিখোঁজ ছিলেন সবুজ।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো: আনিসুজ্জামান জানান, এ ঘটনায় কুষ্টিয়ার বাড়াদী থানাপাড়ার বাচ্চু মন্ডলের ছেলে সবুজ মন্ডল ছিলেন একজন ইজিবাইকচালক। তার ইজিবাইকটি হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিন যুবক তার ইজিবাইক ভাড়া নিয়ে তাকে কৌশলে হত্যা করে কুষ্টিয়া থেকে লাশ নিয়ে এসে ফেলে রেখে যায় চুয়াডাঙ্গার ঘোড়ামারা ব্রিজের কাছে। অনুসন্ধান চালিয়ে কুষ্টিয়া পুলিশ ঘাতক তিনজনকে আটক করে। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

তিনি আরো জানান, এ ঘটনায় পুলিশ কুষ্টিয়ার বারখাদা ত্রিমহনী গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে জনি হোসেন (২৮), বারাদী কানাবিল এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে তুষার ইসলাম (২১) ও চাকুলিয়া গ্রামের সরোয়ার প্রামাণিকের ছেলে বাচ্চ প্রামানিককে (২৬) আটক করেছে। পরবর্তি আইনগত বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলামিনের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ জানায়, ২০ আগস্ট সবুজ মন্ডলকে হত্যা করা হয়। সেইদিনই একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তার লাশ চুয়াডাঙ্গা ঘোড়ামাড়া ব্রিজ এলাকার পাশে ঘাতকরা ফেলে রেখে চলে যায়।

কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের অভিযানে গাজাসহ গ্রেফতার ১

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা সুবলপুর রোডে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আলমগীর কবিরের নির্দেশে একটি মাদকবিরোধী অভিযান চালায় কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এসএই ইমরান হোসেন ও এ এস আই মোসলেম উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সুবলপুর রোডে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায়।

এই অভিযানের সময় মেহেদী পিতা কায়ছার আলী ক্রোকারিজের দোকানের সামনে পাটাচোরা টু সুবলপুর রোডে পাকা রাস্তার উপর হইতে আজ বুধবার সন্ধা ৬ টা ৩০ মিনিটে একটি পফর ও এক কেজি গাজা সহ আবুল কালাম (৩৮) পিতা আকমান’কে গ্রেফতার করেন ।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে দামুড়হুদা মডেল থানায় আজই সোপর্দ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে গাঁজাসহ ৪ মাদক সেবী গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে তিন’শ গ্রাম গাঁজাসহ ৪ মাদক সেবীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বিকেলে উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের পশুহাট-বেতবাড়িয়া সড়কের বালুর পুকুর নামক এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আটককৃতরা হলেন- উপজেলা জেহালা ইউনিয়নের গড়াগড়ি গ্রামের শ্রী

গোড়া চাঁদ পাত্রের ছেলে শ্রী রনি পাত্র (৩৫), সোনাতনপুর গ্রামের শ্রী মনোরঞ্জন বিশ্বাসের ছেলে শ্রী চিত্ত রঞ্জণ বিশ্বাস(৫২), এছাড়াও ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু গ্রামের কাজল আলীর ছেলে আশিক হাসান (২০), ডাউকি গ্রামের মৃত রজব আলীর ছেলে আব্দুল লতিফ (৪৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার বেতবাড়িয়া-পশুহাট সড়কে মাদক ব্যবসায়ী ও সেবীদের আনাগোনা বেড়েছে। ওই অঞ্চলে মাদক সেবনের জন্য ৪ জন অবস্থান করছে, এমন সংবাদ পায় পুলিশ। গতকাল বুধবার বিকেলে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশের একদল টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। এসময় বালুর পুকুর নামক এলাকা থেকে ৪ জনকে সন্দেহজনক জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। তাদের শরীর তল্লাশী করে ৩’শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ সদস্যরা।

এ ঘটনায় মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ির আইসি পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইউসুফ আলি বাদী হয়ে গতকাল বুধবার রাতে তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৪ মাদক সেবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।তাদের বিরুদ্ধে থানায় মাদক মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট মামলায় তাদের জেল হাজতে পাঠানো হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

মেহেরপুর সদর থানা ও গাংনী থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৩ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

সদর থানা পুলিশের অভিযানে চুরির মামলার আসামি সদর উপজেলার কোমপুর গ্রামের জুলমত আলীর ছেলে আবুল কালাম আজাদ, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মকবুল হোসেন ও শরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী পৌর বিএনপির সম্পাদক গ্রেফতার

গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেনে মেঘলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মকবুল হোসেন গাংনী বাস্ট্যান্ডপাড়া এলাকার মৃতু ওয়াজ উদ্দীনের ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গাংনী বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত একটি মামলায় মকবুল হোসেন মেঘলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মকবুল হোসেনকে মেঘলাকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।